দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে আ'লীগের চক্রান্ত

# সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে একযোগে পদত্যাগে বাধ্য করানোর চিন্তাভাবনা

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত দেশের সকল সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে একযোগে পদত্যাগের জন্য আওয়ামী লীগের একটি মহল থেকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের সভাপতি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আবদুল বায়েস অন্যান্য ভিসির সাথে এ নিয়ে আলোচনা করছেন বলে তাদের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো জানায়। তবে অধিকাংশ ভিসিই তাদের এ প্রস্তাবের সাথে একমত হননি বলে জানা গেছে।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সংকট চলছে তাতে এ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির পদত্যাগ ছাড়া কোন পথ নেই। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেয়ারটেকার

৫-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

## আ'লীগের চক্রান্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এ কে আজাদ চৌধুরীর পদত্যাগের দাবীতে দু'দফায় লাগাতার ৬৪ দিন ধর্মঘট পালন করে। চারদলীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদল ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেও ভিসিবিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও ভিসি প্রফেসর আবদুল বায়েসের বিরুদ্ধে ছাত্রদল ও ধর্ষক প্রতিরোধ ছাত্রঐক্যের ব্যানারে বাম ছাত্র সংগঠনসমূহ আন্দোলন করে আসছে। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় দুটোর শিক্ষা ক্ষেত্রে নানামুখী সংকট সৃষ্টি হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতি ও দলীয় ছাত্র-শিক্ষকদের নানা অন্যায় কর্মকাণ্ডে প্রশ্রয় দেয়ার অভিযোগও রয়েছে। এ অবস্থায় ভিসি দু'জনও পদত্যাগ করে মান-সম্মান নিয়ে বিদায় নিতে আগ্রহী। কিন্তু কৌশল হিসেবে এবং বর্তমান সরকারকে চাপ প্রয়োগ ও সরকারকে বিপাকে ফেলতে তারা আওয়ামী লীগের পরামর্শে অন্য সকল ভিসিকে নিয়ে একযোগে পদত্যাগের জন্য পরিকল্পনা নিচ্ছেন বলে সূত্র জানায়। যাতে সারাদেশে ভিসিদের পদত্যাগের বিষয়টি গুরুত্বসহ আলোচিত হয় এবং সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলা যায়। এছাড়া একে ইস্যু করে ছাত্রলীগের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অচল করার ক্ষেত্র তৈরী হয়। কিন্তু অধিকাংশ ভিসিই মেয়াদপূর্তির আগে স্বেচ্ছায় পদত্যাগে আগ্রহী নয় বলে জানা গেছে। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের একটি মহলকে দিয়ে ভিসিদের উপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে, যাতে ভিসি আজাদ চৌধুরী এবং আবদুল বায়েস পদত্যাগ করলে অন্যান্য ভিসিও সরকারের নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত ও চ্যান্সেলর হিসেবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত। এছাড়া খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল থেকে ছাত্রদল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পরিবর্তনের দাবীতে আন্দোলন করছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আনোয়ারুল ইসলাম সংসদ নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিনই ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতি-অনিয়মের কারণে প্রফেসর দুর্গাদাস ভট্টাচার্যকে অপসারণ করে প্রফেসর আবদুল মমিন